তারিখ- ১১ ফেব্রুয়ারি,২০১৪

তেলেঙ্গানা নিয়ে ইউপিএ-র আসল মতলব কি?

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

গত এক দশক ধরে ইউপিএ সরকার তেলেঙ্গানা নিয়ে ডিগবাজি খেলছে। ২০০৪ থেকে তারা তেলেঙ্গানা গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। ২০০৯ পর্যন্ত দেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, যখন পি চিদম্বরম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগত ভাবে পৃথক রাজ্য তেলেঙ্গানা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারপর সরকার পিছু হটে আসে এবং সমগ্র ইস্যুটি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

২০১৩-য় ইউপিএ ফের নীতিগত ভাবে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রিসভা কালক্ষেপ করে সবুজ সংকেত দেয়। সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতিক্রিয়ার জেরেই এবারের সংসদের অধিবেশনে এ বিষয়ে কার্যকর ভাবে অগ্রসর হতে পারবে না। বিজেপি সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের পক্ষে সায় দিয়েছে। একই সঙ্গে আমরা সীমান্ধ্র অঞ্চলের মানুষের ন্যায্য দাবিরও মীমাংসা করার অনুরোধ জানিয়েছি। এই ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছনো অসম্ভব বা কঠিন নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে ইউপিএ সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

তেলেঙ্গানা গঠনের পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে ইউপিএ-র অচলাবস্থা তৈরির সঙ্গে এনডিএ আমলে তিনটি পৃথক রাজ্য গঠনের তুলনা টেনে আমি এর আগে মন্তব্য করেছিলাম, সেই সময় কত সহজে সমঝোতার মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড় ও উত্তরাখণ্ড গঠিত হয়েছিল। সংসদের চলতি অধিবেশনের আর মাত্র ৮টা কাজের দিন বাকি রয়েছে। এর মধ্যে দুটো দিন শুক্রবার সদস্যদের ব্যক্তিগত বিষয়ে চর্চার জন্য সংরক্ষিত। বাকি ৬ দিনে আইন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন বিল এখনও পর্যন্ত সংসদে পেশ করা হয়নি। সংসদের কোন কক্ষে বিলটি প্রথম পেশ করা হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। তেলেঙ্গানা রাজ্য গড়ার জন্য ইউপিএ সাংবিধানিক ও আইনি পথে এগোচ্ছে কিনা তা নিয়েও সংশয় প্রলম্বিত হচ্ছে। আমার সন্দেহ যে ইউপিএ বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চাইছে। ইউপিএ কি চায় এই অধিবেশনে এবং এই সরকারের জমানায় তেলেঙ্গানা গঠনের প্রয়াস অসফল হোক?

রাজ্য গঠনের মত ইস্যুতে অন্তর্নিহিত আবেগ তৈরি হয়। এধরনের আশা জাগিয়ে পূরণ না

রাজ্য গঠনের মত ইস্যুতে অন্তর্নিহিত আবেগ তৈরি হয়। এধরনের আশা জাগিয়ে পূরণ না করা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে অনুচিত কাজ। সংসদের দুই কক্ষে অনুমোদনের জন্য অবিলম্বে ইউপিএ-র উচিত অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন বিলটি পেশ করা। সংবিধানসম্মত ভাবে ও দুই অঞ্চলের স্বার্থ রক্ষার দিকটি বিলে সুনিশ্চিত করতে হবে। আমি বিলটিতে সমর্থন করার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।